বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

Since 1972

ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
টিসিবি ভবন, ১, কারওয়ান বাজার,
ঢাকা -১২১৫, বাংলাদেশ।

ফোন (পিএবিএক্স) ৮১৮০০৬৯-৭১
ফ্যাক্সঃ ৮১৮০০৫৭, ইমেইলঃ tcb@tcb.gov.bd
Website: www.tcb.gov.bd

সূচি

	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সূচি	
১.	মুখবন্ধ	২-৫
২.	পটভূমি	
	টিসিবিকে শক্তিশালীকরণের বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ	
৩.	প্রশাসনিক	
৩.১	কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	
৩.২	শূন্য পদের বিন্যাস	
৩.৩	জনবল নিয়োগ	
৩.৪	শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা	৫-৭
৩.৫	মানবসম্পদ উন্নয়ন	
৩.৬	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	
৩.৭	সেমিনার ওয়ার্কশপ	
৩.৮	তথ্য-প্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন	
৪.	গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখ্যযোগ্য কার্যাবলী	
৪.১	নিম্ন আয়ের ১ কোটি পরিবারের মধ্যে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম	
৪.২	পবিত্র রমজান মাসে বিক্রয় কার্যক্রম	৭
৪.৩	আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন	
৪.৪	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে টিসিবির মোট পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণ	
৫.	আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি	
৬.	টিসিবি জনবল বৃদ্ধি	
৭.	পণ্য সংগ্রহের আইনগত জটিলতা দূরীকরণ	
৮.	টিসিবি গঠনের অধ্যাদেশ সংশোধন	
৯.	ডিলার সংখ্যা বৃদ্ধি	৭-৮
১০.	টিসিবি'র চ্যালেঞ্জসমূহ	
১১.	সংস্কার পরিকল্পনা	
১১.১	সল্পমেয়াদী (১-৩) পরিকল্পনা	
১১.২	দীর্ঘ মেয়াদী (৪-১০) বছর মেয়াদী	
১২.	পণ্য সংগ্রহ পরিকল্পনা	
১৩.	ভতুর্কি প্রদান	
১৪.	পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রিম আয়কর কর্তন হতে অব্যাহতি	৮-৯
১৫.	ডিজিটালাইজেশন	
১৬	সাম্প্রতিক অর্জন	
১৬.১	পেঁয়াজের মূল্য সাশ্রয়ী পর্যায়ে রাখা	
১৬.২	কোভিড ১৯ প্রাদুর্ভাবের মধ্যে টিসিবি'র পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম সচল রাখা	
১৬.৩	৪টি ক্যাম্প অফিস স্থাপন	
১৬.৪	ইজিপি, Wi-fi ও ভিডিও কনফারেন্স প্রবর্তন	
১৬.৫	টিসিবি'র আইন সংশোধন	
১৬.৬	টিসিবি গুদামের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি	
১৬.৭	আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি	
১৬.৮	টিসিবিকে শক্তিশালীকরণ	
১৬.০৯	সামাজিক নিরাপত্তা ও খাদ্য নিরাপত্তা	
১৬.১০	সরকারের ভাবমূর্তি বজার রাখা	৯-১১
১৬.১১	টিসিবি'র প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম ডিজিটালইজেশনকরণ	
১৬.১২	জমি অধিকরণ	
১৬.১৩	জনবল বৃদ্ধি	
১৬.১৪	ডিলার ডাটাবেজ তৈরি	
১৬.১৫	পণ্য বরাদ্দ প্রক্রিয়া সহজীকরণ	
১৬.১৬	মজুদ ও বিক্রয় ব্যবস্থাপণা কার্যক্রম চালু করা	
১৬.১৭	বঙ্গাবন্ধু কর্ণার স্থাপন	
১৬.১৮	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন	
১৬.১৯	ডিলার সংখ্যা বৃদ্ধি	

১৭	পরিচালনা পর্ষদ	
১৭.১	অতিরিক্ত পরিচালকবৃন্দ	
১৮.	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ	
১৯.	সামাজিক সু-রক্ষার প্রসার	১২-১৩
২০.	ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ	
২১.	খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গৃহীত পদক্ষেপ	
২২.	রূপকল্প ২০৪১ এর আলোকে প্রকল্পসমূহের প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অর্জিত উল্লেখ্যযোগ্য সাফল্য	
২৩.	টিসিবি'র অনুমোদিত জনবল কাঠামো-২৭৫	১৪
২৪.	বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলার তথ্যাদি (৩০ জুন ২০২৩)	
২৫.	প্রকৌশল শাখা	
২৫.১	টিসিবি'র স্থাপবর সম্পত্তির বার্ষিক বিবরণী	
২৫.২	টিসিবি'র ভবন সমূহের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ভাড়া আদায়ের বিবরণী	
২৬	আমদানি শাখা	১৫-১৮
২৬.১	আমদানি শাখার কার্যাক্রম	
২৬.২	বিগত ৫(পাঁচ) বছরের টিসিবি'র আমদানি/স্থানীয় ক্রয়ের বিবরণ	
২৭.	রপ্তানি শাখার কার্যক্রম	
২৭.১	টিসিবি'র রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনার নীতিমালা	
২৮.	বাজার দর অনুসন্ধান ও গবেষনা সেল	১৮-১৯
২৮.১	ঢাকা মহানগরীর খুচরা বাজার দর (৩০ জুন ২০২৩)	
২৯	খালাস, পরিবহন ও গুদামজাতকরণ	
২৯.১	বিক্রয় ও বিতরণ	
২৯.২	নিয়োগকৃত বিভিন্ন এজেন্ট/ঠিকাদারের ধরণ	
২৯.৩	৩০ জুন'২০২৩ তারিখে গুদামে মজুদকৃত মালামালের বিবরণ	২০-২১
২৯.৪	গুদাম ভাড়া সংক্রান্ত তথ্যাদি	
২৯.৫.	আঞ্চলিক কার্যালয় ও ক্যাম্প অফিসসমূহের বিবরণ	
৩০.	অর্থ ও হিসাব বিভাগ	
৩০.১	ব্যালেন্স সীট (৩০ জুন ২০২৩)	
৩০.২	লাভক্ষতি হিসাব (৩০ জুন ২০২৩)	২১-২৩
৩০.৩	বিগত ৫(পাঁচ) বছরের আর্থিক অবস্থা	
৩০.৪	অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (৩০ জুন ২০২৩)	

মুখবন্ধ

স্বাধীনতার পর দেশের বিপর্যস্তও অর্থনীতির মধ্যে পর্যাপ্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ এবং শিল্পের কাঁচামাল যোগান নিশ্চিতকরণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১ জানুয়ারি, ১৯৭২ সনে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে টিসিবি কল-কারখানার কাঁচামাল ও নির্মাণ সামগ্রীসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি ও রপ্তানির মাধ্যমে দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বর্তমানে দেশের তৈরী পোশাক রপ্তানিখাত যে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে, সেক্ষেত্রেও টিসিবি'র ভূমিকা অপরিসীম।

সাম্প্রতিক সময়ে টিসিবি'র কার্যক্রম বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। টিসিবি বর্তমানে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট বছরব্যাপী সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য বিক্রয় করছে, যা একাধারে যেমন দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করছে, অন্য দিকে নিম্ন আয়ের নাগরিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় হ্রাস পাচ্ছে। এর মাধ্যমে দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র বিমোচনসহ জীবন মানের উন্নতি সাধনে টিসিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া, দেশের অভ্যান্তরে পণ্য সরবরাহ ও পণ্য মূল্য স্বাভাবিক রাখতে সরকারের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে টিসিবি তার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। একথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমানে বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে সরকারি খাতের ভূমিকা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে টিসিবি'র আমদানি ও রপ্তানি সীমিত হয়ে পড়েছে। তবুও ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে টিসিবি'র করণীয় রয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে টিসিবি দেশের বাজারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় মার্চ'২০২২ হতে প্রতিমাসে ০১ (এক) কোটি নিম্নআয়ের উপকারভোগী পরিবারের নিকট টিসিবি ভর্তুকী মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী (চিনি, মসুর ডাল, ভোজ্য তেল, পেঁয়াজ, পবিত্র রমজান মাসে ছোলা ও খেজুর) বিক্রয় করে আসছে। ইতোমধ্যে ১(এক) কোটি ফ্যামিলি কার্ডধারীদের নিকট খাদ্য অধিদপ্তরের ওএমএসের চালও বিক্রয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের অর্থাৎ জুলাই'২৩ মাসে নিয়মিত বরাদ্দের সাথে বিক্রয় করা হচ্ছে। এতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য স্থিতিশীল রাখতে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করছে। এ সাফল্য অর্জন বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার কারণেই সম্ভব হয়েছে।

সংস্থার সর্বাঙ্গীন সাফল্যের জন্য আমরা আমাদের সকল ক্রেতা, ডিলার এবং ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। টিসিবি'র যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এ প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশনার কাজে সহায়তা করেছেন তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আরিফুল হাসান
পিএসসি
চেয়ারম্যান

ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)

পটভূমিঃ

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে দেশের বিপর্যস্ত অর্থনীতির মধ্যে পর্যাপ্ত নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ এবং শিল্পের কাঁচামাল যোগান নিশ্চিতকরণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১ জানুয়ারি, ১৯৭২ সনে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পর টিসিবি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসহ অন্যান্য পণ্য আমদানি ও রপ্তানির কার্যক্রম পরিচালনা করে। বর্তমানে দেশের তৈরী পোশাক রপ্তানিখাত যে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে তার পথিকৃৎ টিসিবি। টিসিবি প্রথম বাংলাদেশ থেকে তৈরী পোশাক রপ্তানি করে। পরবর্তীতে মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রভাবে টিসিবি'র কার্যক্রম সংকুচিত হয়। তবে বর্তমান সরকার টিসিবি'র জনবল এবং গুদাম ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ নানামুখী কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করার মাধ্যমে টিসিবিকে শক্তিশালী করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে টিসিবি'র কার্যক্রম বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। টিসিবি বর্তমানে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট বছর ব্যাপী সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য বিক্রয় করছে, যা একাধারে যেমন দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করছে, অন্য দিকে নাগরিকের জীবনযাত্রার ব্যয় হ্রাস পাচ্ছে। এতে দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র বিমোচনসহ জীবন মানের উন্নতি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় মার্চ'২০২২ হতে প্রতিমাসে ০১ (এক) কোটি নিম্নআয়ের উপকারভোগী পরিবারের নিকট টিসিবি ভর্তুকি মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী (চিনি, মশুর ডাল, ভোজ্য তেল, পেঁয়াজ, পবিত্র রমজানে ছোলা ও খজুর) বিক্রয় করে আসছে। এছাড়া, জুলাই'২০২৩ মাস হতে এই কার্যক্রমের সাথে টিসিবি'র ০১(এক) কোটি ফ্যামিলি কার্ডধারীদের নিকট খাদ্য অধিদপ্তরের ওএমএসের চালও বিক্রয় করা হচ্ছে।

সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাজার তথ্য অধিদপ্তর (Directorate General of Prices and Market Intelligence (DGPMI) ৩১-১২-১৯৮৯ তারিখ থেকে বিলুপ্ত করে উক্ত অধিদপ্তরের মূল্য ও বাজার তথ্য মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যক্রম সরকারী প্রজ্ঞাপন বলে টিসিবি'র উপর অর্পিত হয়। সরকারি নির্দেশের আলোকে টিসিবি উক্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে আসছে এবং প্রতিদিনই টিসিবি'র ওয়েব সাইটে তা' সকলের জন্য নিয়মিত প্রদর্শন করছে। রাষ্ট্রপতির আদেশের আলোকে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রণীত নীতিমালা অনুসারে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে মালামাল, পণ্য-সামগ্রী, উপাদান ও পণ্যদ্রব্য আমদানি এবং রপ্তানির ব্যবসা, অত্যাবশকীয় পণ্যের পর্যাপ্ত আপৎকালীন মজুদ গড়ে তোলা ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে। আমদানিকৃত মালামাল, পণ্যদ্রব্য, উপাদান, পণ্য-সামগ্রী বিক্রয় এবং বিতরণের ব্যবস্থা করা এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক, সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনার সাপেক্ষে, ডিলার, এজেন্ট বা অন্যান্য মাধ্যম নিয়োগ করা এবং উল্লিখিত বিষয়াদির সহিত সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক অন্যান্য যে কোন কার্য সফলভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে। এছাড়াও বাজারে পণ্য দ্রব্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে টিসিবি'র গুরুত্ব অপরিসীম। তাই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে জনগণের স্বার্থেই টিসিবি'র ন্যায় একটি রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক সংস্থা কার্যকর থাকা একান্ত আবশ্যক। সে গুরুত্ব অনুধাবন করেই বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই টিসিবিকে সক্রিয় ও শক্তিশালী করার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

২। **টিসিবিকে শক্তিশালীকরণের বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপঃ**

দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিপরীতে ফসলের উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান পরিস্থিতি, জলবায়ু পরিবর্তনের চরম বাস্তবতার কারণে সারা বিশ্বের ফসলের উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশে চিনি ও ভোজ্য তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কয়েকটি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে বর্তমান সরকার জনগণের নিকট প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) কে শক্তিশালীকরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে ইতোমধ্যে আংশিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। পুরোপুরি সফলতা অর্জনে আর্থিক, প্রশাসনিক ও আইনগত জটিলতা নিরসণকল্পে কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। এসব প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ সম্ভব হলে টিসিবি তার দায়িত্ব সফলতার সাথে পালন করতে সক্ষমতা অর্জন করবে। গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ নিম্নরূপঃ

৩। **প্রশাসনিকঃ**

৩.১.কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যাঃ

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/ সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	২৭৫	স্থায়ী-১২৯ অস্থায়ী-১৪১	৮৫টি	৮৫টি (স্থায়ী)	পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য পদ=৩৬টি সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য পদ ৪৯টি (১১টি পদ সংরক্ষিত)
মোট	২৭৫	২৭২টি	৮৫টি	৮৫টি (স্থায়ী)	

৩.২. **শূন্যপদের বিন্যাস**

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	-	২৭টি (সংরক্ষিত পদ ১টি)	-	৩৩টি (সংরক্ষিত পদ ৭টি)	২৫টি (সংরক্ষিত পদ ৩টি)	৮৫টি

৩.৩. **জনবল নিয়োগঃ** বিগত ৩০ জুন'২০২৩ তারিখ টিসিবি'র জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে তৃতীয় শ্রেনির কম্পিউটার অপারেট পদে ৫ জন, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক পদে ২ জন ক্যাশিয়ার পদে ২ জন, ট্রেলেক্স অপারেটর পদে ১ জন, টেলিফোন অপারেটর পদে ১ জন, গাড়িচালক পদে ৫ জন এবং চতুর্থ শ্রেনির অফিস সহায়ক পদে ২২ জন মোট ৭টি পদে ৩৮ জনবল নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আবেদন প্রাপ্তির পর নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৩.৪.**শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলার সংখ্যা:**

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২২-২৩) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
৩					৩টি

৩.৫. **মানবসম্পদ উন্নয়ন**

৩.৬ **ইন-হাউজ প্রশিক্ষণঃ**

	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	মন্ত্রনালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা।
১.	"TCB Orientation Course" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১০ দিন	২৭ জন
২.	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধিমালা সংক্রান্ত	২ ঘন্টা	২৭ জন
৩.	ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত	২ ঘন্টা	২৭ জন
৪.	শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বাস্তব যাচাই প্রতিবেদন প্রস্তুত	২ ঘন্টা	২৭ জন
৫.	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধামালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৭ ঘন্টা	৩০ জন
৬.	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৪.৫ ঘন্টা	২৬ জন
৭.	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪.৫ ঘন্টা	২৬ জন
৮.	শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৭ ঘন্টা	২৮ জন
৯.	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং ডি-নথির ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩ ঘন্টা	১৫ জন
১০.	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধামালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩ ঘন্টা	১৫ জন
১১.	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	৭ ঘন্টা	১৭ জন
১২.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার	৭ ঘন্টা	২৪ জন

৩.৭ **সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য।**

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
৪টি	৯৫ জন

৩.৮ **তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারি
১	২	৩	৪	৫	৬
৬০টি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	৩৪ জন	৯২ জন

৪। **গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ**

৪.১. **নিম্নআয়ের প্রায় ০১ (এক) কোটি পরিবারের মধ্যে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় কার্যক্রমঃ**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সানুগ্রহ নির্দেশনা এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনার আলোকে টিসিবি সারাদেশে প্রায় ০১ (এক) কোটি নিম্নআয়ের পরিবারের মাঝে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে প্রতিমাসে সরকার নির্ধারিত ভর্তুকীমূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য (চিনি, মসুর ডাল, ভোজ্য তেল) বিক্রয় করে আসছে। এই কার্যক্রমে প্রতি পরিবারে ০৫ (পাঁচ) জন সদস্য ধরে প্রায় ০৫ (পাঁচ) কোটি নিম্নআয়ের মানুষ উপকৃত হচ্ছে। প্রতি উপকারভোগী প্রতি মাসে ০১ (এক) কেজি চিনি, ০২ (দুই) কেজি মসুর ডাল, ০২ (দুই) লিটার সয়াবিন তেল ভর্তুকী মূল্যে পেয়ে উপকৃত হচ্ছে।

৪.২ পবিত্র রমজান '২০২৩ এ বিক্রয় কার্যক্রমঃ

টিসিবি পবিত্র রমজান '২০২৩ এ ফ্যামিলি কার্ডধারী ০১ (এক) কোটি পরিবারের মধ্যে ০২ (দুই) পর্বে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য (চিনি, মসুর ডাল, ভোজ্য তেল) সহ প্রতি রমজানে ছোলা ও খেজুর (শুধুমাত্র ঢাকা মহানগরীতে) ভর্তুকীমূল্যে বিক্রয় করছে। গত রমজান মাসে দুই পর্বে (১ম পর্ব ০৯-৩০ মার্চ এবং ২য় পর্ব ০৩-১৫ এপ্রিল পর্যন্ত টিসিবি'র মোট পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণঃ-

বিবরণ	চিনি	মসুর ডাল	সয়াবিন তেল	ছোলা	খেজুর
রমজান '২০২৩ (১ম ও ২য় পর্ব)	১৭২৫৯.৪০৪ মে.টন	৩৭৪৬৭.৯২২ মে.টন	৩৭৪৬৭৯২২ লিঃ	৯২৩০.৬৯৭ মে.টন	৫৯০.৮৫৫ মে.টন

৪.৩. **আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনঃ**

বর্তমানে টিসিবি ০৮ টি আঞ্চলিক কার্যালয় (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ) এবং ০৪ টি ক্যাম্প অফিস (কুমিল্লা, মাদারীপুর, ঝিনাইদহ ও বগুড়া) দিয়ে সারাদেশে প্রায় ০১ (এক) কোটি ফ্যামিলি কার্ডধারী পরিবারের মধ্যে প্রতিমাসে পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। টিসিবি'র কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আরও ০২ টি ক্যাম্প অফিস (গাজীপুর ও দিনাজপুর) স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

৪.৪. **২০২২-২৩ অর্থবছরে টিসিবি'র মোট পণ্য বিক্রয়ের পরিমানঃ** ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশব্যাপী (ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত) ০১ (এক) কোটি নিম্নআয়ের ফ্যামিলি কার্ডধারী পরিবারকে মোট প্রায় ৭২,৫৭৪.৮২১ মে.টন চিনি, ১৮৭০২২.১৫৫ মে.টন মসুর ডাল, ১৮ কোটি ৬৫ লক্ষ লিটার ভোজ্য তেল, ৯,৪২৬.১৯০ মে.টন পেঁয়াজ, ৯,২৩০.৬৯৭ মে.টন ছোলা এবং ৫৯০.৮৫৫ মে.টন খেঁজুর বিক্রয় করা হয়।

৫। **আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধিঃ** টিসিবি'র ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী আমদানি ও স্থানীয়ভাবে পণ্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল আনুমানিক প্রায় ১২৩.১৯ (একশত তেইশ কোটি উনিশ লক্ষ) কোটি টাকার। সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে ব্যাংক থেকে ৯% হার সুদে এলটিআর নিয়ে টিসিবি পণ্য সংগ্রহের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। টিসিবি'র আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ভর্তুকির পরিমাণ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে টিসিবিকে ন্যূনতম ২০০ (দুইশত) কোটি টাকা সুদমুক্ত চলতি মূলধন প্রদানের জন্য গত ২১-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। ব্যাংক থেকে এলটিআর গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনায় টিসিবি বিপুল

পরিমাণ এলটিআর সুদ প্রদান করছে। তাই টিসিবি'র সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পুনরায় ১,০০০ কোটি টাকার সুদমুক্ত চলতি মূলধন চাওয়া যেতে পারে।

৬। **টিসিবি'র জনবল বৃদ্ধিঃ** টিসিবিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তারমধ্যে অন্যতম হলো জনবল বৃদ্ধি। বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর টিসিবি'র জনবল ২২৫ হতে ২৭৫ জনে উন্নীত করে।

৭। **পণ্য সংগ্রহের আইনগত জটিলতা দূরীকরণঃ** পণ্য সংগ্রহের জন্য টিসিবিকে পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে পণ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। যদিও জরুরী পরিস্থিতি বিবেচনা করে দ্রুত পণ্য সংগ্রহের জন্য টিসিবি কর্তৃক বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী আমদানি/স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিএ-২০০৬ এর ৬৮(১) ধারার আওতায় পিপিএ-২০০৬ এর ৩২ ধারায় বর্ণিত যে কোন ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগ করে ভোজ্য তেল, চিনি, মশুর ডাল, ছোলা, পেঁয়াজ, গুড়োদুধ, খেজুর ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি/স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহের অনুমোদন ২৬-০৫-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ২ (দুই) বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয়। তবে টেন্ডার সিকিউরিটি, পারফরমেন্স সিকিউরিটিসহ অন্যান্য যেসব বিধি রয়েছে যা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রমে বাধার সৃষ্টি করে। এছাড়া অন্যান্য কিছু সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী যা মেনে ক্রয় করা কঠিন। তাই পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ হতে টিসিবিকে পুরোপুরি অব্যাহতি দেয়া প্রয়োজন।

৮। **টিসিবি গঠনের অধ্যাদেশ সংশোধনঃ** রাষ্ট্রপতি আদেশ ৬৮/১৯৭২ এর মাধ্যমে টিসিবিকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গঠন করা হলেও বর্তমান বাস্তবতায় পণ্য মূল্য স্থিতিশীল রাখতে টিসিবি সরকারের পরামর্শে কাজ করছে। তাই প্রয়োজনে ভর্তুকি প্রদান ও বোর্ড অব ডাইরেক্টরসহ কয়েকটি বিষয় সংশোধনের প্রস্তাব করে সংশোধনী আইনের একটি খসড়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। আইন মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত খসড়া আইনটি অনুমোদনপূর্বক গেজেট প্রকাশ করায় ইতোমধ্যে টিসিবি'র কার্যক্রমে গতিশীলতা এসেছে।

০৯। **ডিলার সংখ্যা বৃদ্ধিঃ**

২০০৯ সালের প্রথমার্ধে টিসিবি'র ১৮৭ জন ডিলার ছিল। গত বছরগুলিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্যদের সুপারিশক্রমে প্রতিটি উপজেলায় ও সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডে ২/৩ জন করে সারা দেশে ডিলার নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে টিসিবি'র ডিলার সংখ্যা ৭,৩৩৩জন। টিসিবি সরাসরি আমাদানি করতে না পারার কারণে ডিলাররা বাণিজ্যিকভাবে তেমন লাভবান হন না। তাই শুধু আপদকালীন সময়ে পণ্য বিক্রয় না করে সারা বছরই পণ্য বিক্রয় করা প্রয়োজন।

১০। **টিসিবি'র চ্যালেঞ্জসমূহঃ**

১১.১. চলতি মূলধনের অভাব।
১১.২. সরকারি গ্যারান্টিজনিত বিলম্ব।
১১.৩. কর্পোরেট কর হার (৩৫%)।
১১.৪. ক্রমবর্ধমান পেনশন ও গ্রাচুইটি চাহিদা।

১১। **সংস্কার পরিকল্পনাঃ**

১১.১ স্বল্পমেয়াদী (১-৩ বছর) পরিকল্পনাঃ

ক. রংপুর, মৌলভীবাজার ও চট্রগ্রামে নতুন গুদাম নির্মাণ।
খ. তেজগাঁও, ৩৪৪/সি প্লটে টিসিবি টাওয়ার-০১ নির্মাণ।
গ. বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রাজশাহীতে জমি ক্রয় ।
ঘ. খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয় ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ।
ঙ. সরকারের নিকট হতে ১,০০০ কোটি টাকা সুদ মুক্ত চলতি মূলধন সংগ্রহ করা।
চ. টিসিবি'র মামলা ও অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করা।

১১.২. দীর্ঘমেয়াদী (৪-১০ বছর) পরিকল্পনাঃ

ক. ২৩০ তেজগাঁও, ঢাকা এর মামলা নিষ্পত্তি এবং টিসিবি টাওয়ার-২ নির্মাণ।
খ. চট্রগ্রামে টিসিবি'র নিজস্ব জায়গায় টিসিবি টাওয়ার-৩ নির্মাণ।
গ. টিসিবি'র কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জনবল বৃদ্ধি।
ঘ. উত্তরায় টিসিবি'র নিজস্ব জায়গায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ।
ঙ. টিসিবি'র মামলা ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ।

১২। **পণ্য সংগ্রহ পরিকল্পনাঃ** স্থানীয়ভাবে পণ্যের চাহিদা, উৎপাদন, আমদানি ও টিসিবি'র অতীত অভিজ্ঞতাসহ সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ১,১৫,০০০ মেঃ টন চিনি, ২,১৮,০০০ মে. টন ভোজ্য তেল, ২,৩০,০০০ মেঃ টন মসুর ডাল, ১০,০০০

মে.টন ছোলা, ১,৩০০ মে. টন খেজুর, ২০,০০০ মেঃ টন পেঁয়াজ, ১,০০০ মেঃ টন আদা এবং ১,০০০ মেঃ টন রসুন সংগ্রহের পরিকল্পনা করা হয়। সংগৃহীত পণ্যের মধ্যে আপদকালীন ১,০০০ মেঃ টন চিনি, ১,০০০ মেঃ টন মশুর ডাল ও ১,০০০ মেঃ টন ভোজ্য তেল মজুদ রাখা হবে। অন্যান্য পণ্য সারা বছরই বিক্রয় করার পরিকল্পনা থাকলেও শুধুমাত্র রমজান মাসকে বিবেচনায় এনে ছোলা ও খেঁজুর বিক্রয় করা হয়।

১৩। **ভর্তুকি প্রদানঃ** নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ ও সহনীয় পর্যায়ে রাখার স্বার্থে সরকার কর্তৃক ঘোষিত টিসিবিকে শক্তিশালীকরণ ও সহায়তা প্রদান কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জন্য ট্রেড গ্যাপ পূরণের লক্ষ্যে মোট ১,১৮১,৫৫,৫০,০০০/-(এক হাজার একশত একাশি কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মাত্র ভর্তুকি পাওয়া গিয়েছে।

১৪। **পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রিম আয়কর কর্তন হতে অব্যাহতিঃ** আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় স্থানীয় বাজারে পণ্য মূল্য কম থাকার কারণে এবং দ্রুত পণ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে পণ্য ক্রয় করা হয়ে থাকে। বেসরকারি ব্যবসায়ীগণকে পণ্য ক্রয়ের সময়ে তার সরবরাহকারীর বিলের উপর অগ্রিম আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করতে না হলেও টিসিবি'র পণ্য সরবরাহকারীর বিলের উপর ৫% অগ্রিম আয়কর ও ৪% মূসক কর্তন করতে হয়। তবে ৩৮,০০০ (আটত্রিশ হাজার) মেঃ টন চিনি, ৩৮,০০০ (আটত্রিশ হাজার) মেঃ টন পাম অয়েল/সয়াবিন, ১০,০০০ (দশহাজার) মেঃ টন মশুর ডাল, ৭৫০ (সাতশত পঞ্চাশ) মেঃ টন ছোলা ক্রয়ের জন্য চলতি বছরের জন্য মূসক কর্তনে টিসিবিকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তবে অগ্রিম আয়কর কর্তন হতে অব্যাহতি দেয়া হয়নি। তাই সরবরাহকারী টিসিবিকে পণ্য সরবরাহের সময় পণ্যের মূল্যের উপর ৫% মূল্য যোগ করে। ফলশ্রুতিতে, পণ্য মূল্য বাজার দরের চেয়ে বেশি পড়ে যা শেষ পর্যন্ত ক্রেতার উপর বর্তায় এবং টিসিবি'র কমমূল্যে পণ্য বিক্রয়ের লক্ষ্যকে বাধাগ্রস্থ করে। উল্লেখ্য যে, বিগত রমজানের পূর্বের রমজান মাস উপলক্ষ্যে টিসিবি কর্তৃক পণ্য ক্রয় করার ক্ষেত্রে অগ্রিম আয়কর কর্তন হতে ২১ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছিল। বর্তমানে টিসিবি'র পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরবরাহকারীর বিলের উপর অগ্রিম আয়কর কর্তন করা থেকে অব্যাহতি চাওয়া হলেও অদ্যাবধি কোন নির্দেশনা পাওয়া যায়নি।

১৫। **ডিজিটালাইজেশনঃ** ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর হতে ডিলারদের পণ্য বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য ডাকে চিঠি প্রেরণের পাশাপাশি মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে জানানো হয়। সফটওয়্যার এর মাধ্যমে হিসাব সংক্রান্ত বেশীরভাগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোতে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। চিঠিপত্র দ্রুত ও কম খরচে আদান প্রদানের জন্য ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগ কার্যক্রম চলছে। এছাড়া ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর থেকে প্রধান কার্যালয়ের জন্য আর্চওয়ে গেট নির্মাণ, ওয়াই ফাই সিস্টেম, ফ্রন্ট ডেস্ক, নথি ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

১৬। সাম্প্রতিক অর্জন সমূহঃ

১৬.১. **পেঁয়াজের মূল্য সাশ্রয়ী পর্যায়ে রাখাঃ** নিকট অতীতে বিশ্বের প্রধান পেঁয়াজ উৎপাদনকারী দেশসমূহে উৎপাদনের স্বল্পতার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে পেঁয়াজ ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়, যার প্রভাবে দেশের বাজারে পেঁয়াজের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। ফলে সরকারের তাৎক্ষণিক নির্দেশনার প্রেক্ষিতে টিসিবি কর্তৃক ক্রমাগত আট মাসেরও বেশি সময় ধরে পেঁয়াজ বিক্রি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এতে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী স্বল্প মূল্যে পেঁয়াজ ক্রয় করতে সক্ষম হয় এবং পেঁয়াজের মূল্য সাশ্রয়ী পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়। অপরদিকে, রমজানে ভোক্তাসাধারণের নিকট ছোলা ও খেজুরসহ অন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সাশ্রয়ী মূল্যে বিক্রয় করা হলেও গত রমজানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়-এর নির্দেশনার আলোকে রমজানের চাহিদার ৮-১০% পণ্য সরবরাহ করা হয়েছে যা বিগত রমজানের চেয়ে প্রায় ১০-১২ গুণ, ক্ষেত্র বিশেষে ১৫ গুণ পর্যন্ত বেশি। ফলে গত রমজানে দেশের অধিকাংশ উপজেলাসহ সকল জেলায় টিসিবি'র নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যাদি (ডাল, তেল, চিনি, ছোলা, খেজুর এবং পেঁয়াজ) ভোক্তা সাধারণ সাশ্রয়ী মূল্যে ক্রয় করতে পেরেছে।

১৬.২. কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের মধ্যে ট্রাকসেল ও দোকান বরাদ্দের মাধ্য পণ্য বিক্রয়ঃ সরকার কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের মধ্যে জনগণের জীবন যাত্রার কার্যক্রম সচল রাখার সুবিধার্থে টিসিবিকে জরুরী সেবা সংস্থা হিসেবে চিহ্নিত করে এবং কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের মধ্যে জরুরী কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করে। উক্ত নির্দেশনার আলোকে টিসিবি করোনা প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকে দেশব্যাপী ট্রাকসেল এবং দোকান বরাদ্দের মাধ্যমে পণ্য বিক্রির কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী স্বল্পমূল্যে আবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রী ক্রয়ে সক্ষম হয় যা দারিদ্র বিমোচনসহ জনমানুষের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে জনগণের নিকট পণ্য সরবরাহ করা সম্ভবপর হচ্ছে। লক ডাউন চলাকালীন সময়ে টিসিবি'র বিক্রয় কার্যকম দেশের খাদ্য সরবরাহ চেইন স্বাভাবিক রাখতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ০৭(সাত)টি কিস্তিতে প্রায় ৩৭,১০৬টি ট্রাকসেল ও সাধারণ বরাদ্দের মাধ্যমে মোট বিক্রিত পণ্যের উপকার ভোগীর সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি ৯৪ লক্ষ জন (ট্রাক প্রতি ৪০০ জন ক্রেতা এবং প্রতি ক্রেতার পরিবারে ৪ জন সদস্য হিসেবে)।

১৬.৩. **৪টি ক্যাম্প অফিস স্থাপনঃ** টিসিবি'র কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাদারিপুর, কুমিল্লা, বগুড়া এব ঝিনাইদহে নতুন ৪(চার)টি ক্যাম্প অফিস স্থাপন করা হয়েছে। ১ মার্চ ২০২০খ্রিঃ তারিখ হতে উক্ত ক্যাম্প অফিস সমূহ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তাছাড়া, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক টিসিবি'র পণ্য বিক্রি কার্যক্রম উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে টিসিবি'র বিক্রয় কার্যক্রম ইতোমধ্যে উপজেলা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। বর্ধিত কার্যক্রম আরও জোরালোভাবে

বাস্তবায়নের নিমিত্ত নতুন ডিলার নিয়োগ করা হয়েছে। এতে সক্রিয় ডিলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং টিসিবি'র কার্যক্রম আরও গতিশীল হয়েছে। পাশাপাশি প্রান্তিক পর্যায়ের জনগণসহ দেশের অধিক সংখ্যক মানুষ সাশ্রয়ী মূল্যে টিসিবি'র নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের সুবিধা ভোগ করছে। বর্তমানে টিসিবি'র নিজস্ব গুদামের ধারণ ক্ষমতা ১৪,৩৫৪ মেঃ টন। তাছাড়া টিসিবি'র গুদামে ধারণ ক্ষমতা আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৫ কোটি টাকার একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

১৬.৪, **ই-জিপি, wi-fi ও ভিডিও কনফারেন্স প্রবর্তনঃ** ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে টিসিবি'র ক্রয় প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার এবং স্বচ্ছতা আনায়নের জন্য ই-জিপি (Electronic Government Procurement) সিস্টেমে দরপত্র আহবান করা হচ্ছে। wi-fi ও ভিডিও কনফারেন্স প্রবর্তন করা হয়েছে। মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে বিভিন্ন কিস্তির পণ্য বরাদ্দের সংবাদ ডিলারদেরকে নিয়মিতভাবে প্রদান করা হচ্ছে। ই-ফাইলিং (Electronic Filing) এর মাধ্যমে অধিকাংশ নথি নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। সফট্ওয়ারের মাধ্যমে বাজার দর দ্রুততার সাথে প্রক্রিয়াকরণ করে টিসিবি'র ওয়েবসাইটে প্রতিদিন প্রকাশ করা হচ্ছে। টিসিবি ''Online Price Monitoring System'' এ বাজারদর প্রদান করছে।

১৬.৫ **টিসিবি'র আইন সংশোধনঃ** টিসিবি'র আইনকে যুগোপযোগী করণের জন্য মহান জাতীয় সংসদের মাধ্যমে ২০১৫ সালে টিসিবি আইন সংশোধন করা হয়েছে। টিসিবি গঠনের আদেশ নং পি.ও ৬৮/১৯৭২ সংশোধনপূর্বক "নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ করে আপদকালীন মজুদ (Buffer Stock) গড়ে তোলার" বিষয় সন্নিবেশ করা হয়েছে। সেই সাথে টিসিবি'র অনুমোদিত মূলধন ৫ কোটি হতে ১,০০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

১৬.৬ **টিসিবি'র গুদামের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধিঃ** খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে টিসিবি বর্তমানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আপদকালীন মজুদ বজায় রাখছে। এ প্রেক্ষিতে টিসিবি'র নিজস্ব গুদামে পণ্যের মজুদ বৃদ্ধির জন্য গুদাম নির্মাণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে টিসিবি'র নিজস্ব গুদামের ক্ষমতা ছিল ৯,৫৭০ (নয় হাজার পাঁচশত সত্তর) মেঃটন, যা পর্যায়ক্রমে উন্নীত করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে টিসিবি'র মোট গুদামের ধারণক্ষমতা (নিজস্ব ও ভাড়াকৃত) ছিল ৪০,৩৬১ মে.টন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ধারণক্ষমতা ৪৬,৬৭৯ মে.টন এ উন্নীত করা হয়েছে। ঢাকার উত্তরায় টিসিবির নিজস্ব ৭,৫০০ বর্গফুটের একটি নতুন গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া ময়মনসিংহ কার্যালয়ে মোট=২০০৯০ বর্গফুটের ০১ টি গুদাম ভাড়া নেয়া হয়েছে। এতদব্যতীত, গুদামের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিক মানসম্মত গুদাম নির্মাণ এর নিমিত্ত চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ে সরকারি অর্থায়নে প্রায় ২৮ (আটাশ) কোটি টাকা ব্যয়ে গুদাম নির্মাণ এর প্রকল্প চলমান রয়েছে।

১৬.৭ **আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিঃ** দেশের জনগণকে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে স্বস্তিতে রাখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি মাসে নিম্ন আয়ের ০১ (এক) কোটি পরিবারের মাঝে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে ২ লিটার সয়াবিন তেল, ২ কেজি মসুর ডাল, ১ কেজি চিনি ভুর্তুকি মূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই মহতি উদ্যোগের ফলে প্রতি পরিবারে ০৫ জন করে সুবিধাভোগী বিবেচনা করা হলে প্রতি মাসে ৫ কোটি জনগণ অর্থনৈতিকভাবে প্রত্যক্ষ লাভবান হচ্ছে। এছাড়া, বিশাল সংখ্যক ভোক্তাদের মধ্যে সরাসরি পণ্য সরবরাহ করায় বাজারের উপর কম চাপ পড়ে। ফলে একদিকে ৫ কোটি ভোক্তা সরাসরি অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে, অপরদিকে দেশের সকল শ্রেণির ভোক্তা স্থিতিশীল বাজারের সুবিধা ভোগ করছে। নিয়মিত পণ্য পাওয়ায় দেশের বিশাল সংখ্যক জনগণ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার পাশাপাশি স্বস্তিতে আছে। ফলে আর্থ-সামাজিক স্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। মানবিক এই কার্যক্রম চলমান থাকার ফলে প্রায় ৫ হাজার ডিলারের সংশ্লিষ্ট কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া, পণ্য উৎপাদন, সরবরাহ, লোড-আনলোড, পরিবহন, প্যাকিং, মার্কিং সহ বাণিজ্যিক কার্যক্রমের ফলে বিশাল সংখ্যক শ্রমিক সহ বিভিন্ন পেশার অনেক পেশাজীবী, সাধারণ জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি সহ সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে টিসিবি'র পণ্য বিক্রয় কার্যক্রমের ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

১৬.৮. **টিসিবিকে শক্তিশালীকরণঃ** জাতির পিতার প্রতিষ্ঠিত টিসিবিকে আরও শক্তিশালী করার অংশ হিসেবে বর্তমান সরকার কর্তৃক টিসিবি'র কার্যক্রম দেশব্যাপী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নতুন ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয় (বরিশাল, রংপুর, মৌলভীবাজার ও ময়মনসিংহ) স্থাপন করা হয়। ২০২০ সালে আরও নতুন ৪টি ক্যাম্প অফিস (মাদারীপুর, কুমিল্লা, ঝিনাইদহ ও বগুড়া) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, দিনাজপুর ও গাজীপুরে আরো ২টি কার্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১৬.৯.**সামাজিক নিরাপত্তা ও খাদ্য নিরাপত্তা** নিশ্চিতকরণঃ প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে টিসিবি সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে। এর পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের মাধ্যমে ক্ষুধা এবং দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে সাশ্রয়ী মূল্যে কতিপয় ভোগ্যপণ্য জনসাধারণের মাঝে বছরব্যাপী বিক্রয় ও বিতরণ করে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। কোভিড-১৯ চলাকালীন সময় মার্চ ২০২০ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত টিসিবি প্রায় ১,৩০,৪৬২ টি ট্রাকসেলের মাধ্যমে মোট ৩,১৪,৩২৭.৯৪৪ মে.টন পণ্য (চিনি, সয়াবিন তেল, মসুর ডাল, পেঁয়াজ, আলু, ছোলা এবং খেজুর) বিক্রয় করে। উল্লিখিত সময়ে বিক্রিত পণ্যের উপকারভোগীর সংখ্যা ট্রাক প্রতি ৪০০ (চারশত) পরিবার এবং পরিবার প্রতি ৪ (চার) জন হিসেবে প্রায় ২০,৮৭,৩৯,২০০ জন। মার্চ-২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রতি মাসে নিম্ন আয়ের প্রায় ০১ (এক) কোটি পরিবারের নিকট টিসিবি'র ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে মোট ৬,৩৭,৭০৬.৯৬৬ মে. টন পণ্য (চিনি, ভোজ্য তেল, মসুর ডাল, পেঁয়াজ, ছোলা ও খেজুর) বিক্রয় করে। উল্লিখিত সময়ে বিক্রিত পণ্যের উপকারভোগীর সংখ্যা পরিবার প্রতি ০৫ (পাঁচ) জন হিসেবে প্রায় ০৫ কোটি জন। এভাবে টিসিবি সরকারের প্রচলিত সামাজিক

নিরাপত্তা কর্মসূচির বাইরে থেকে জনগণের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে কাজ করে চলেছে, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে মানবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

১৬.১০.**সরকারের ভাবমূর্তি বজায় রাখাঃ** কোভিড-১৯ চলাকালীন পণ্য মূল্য স্থিতিশীল রাখতে টিসিবি'র মানসম্মত পণ্যের বিক্রয় কার্যক্রম প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত ভ্রাম্যমাণ ট্রাকের মাধ্যমে পৌঁছে গিয়েছে যার সুবিধা দেশের নিম্নআয়ের মানুষ ভোগ করেছে। দেশের কোভিড-১৯, বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে টিসিবির কার্যক্রম অব্যাহত থাকার ফলে জনগণের মধ্যে আস্থা জন্ম নিয়েছে এবং সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে।

১৬.১১.**টিসিবি'র প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশনকরণঃ** ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণের অংশ হিসেবে টিসিবি কর্তৃক ই-জিপি (Electronic Government Procurement) সিস্টেমে দরপত্র আহবান করা হচ্ছে। এছাড়া, জুম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে বিভিন্ন সভা/প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন করা হচ্ছে। মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে বিভিন্ন কিস্তির পণ্য বরাদ্দের সংবাদ ডিলারদেরকে নিয়মিতভাবে প্রদান করা হচ্ছে। ডিলার নিয়োগের আবেদন গ্রহণের পদ্ধতি ডিজিটালাইজ করা হয়েছে। ডি-নথির সিস্টেমের মাধ্যমে নথি নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। সফটওয়্যারের মাধ্যমে বাজার দর দ্রুততার সাথে প্রক্রিয়াকরণ করে টিসিবির ওয়েবসাইটে প্রতিদিন প্রকাশ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে, দেশের নিম্নআয়ের ১ কোটি পরিবারকে 'ফ্যামিলি কার্ড' প্রদান করা হয়েছে এবং টিসিবি'র ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে পণ্য বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া 'ফ্যামিলি কার্ড' কে স্মার্ট কার্ডে রূপান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে টিসিবির এই পদক্ষেপ একটা মাইল ফলক হিসেবে কাজ করছে।

১৬.১২. **জমি অধিগ্রহণঃ** টিসিবি'র নিজস্ব মজুদ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আঞ্চলিক কার্যালয়/ক্যাম্প অফিসের জন্য গুদাম নির্মাণের নিমিত্ত জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য ২.৪৩ একর এবং বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য ১.৯৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

১৬.১৩. **জনবল বৃদ্ধিঃ** সরকার ২০১১ সালে জনবল কাঠামো ২২৫ হতে ২৭৫ জনে উন্নীত করে। এছাড়া, টিসিবি'কে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর করতে এবং দেশের প্রান্তিক পর্যায়ে ভোক্তাসাধারণের নিকট টিসিবি'র সেবা অতি দ্রুত পৌঁছে দিতে জনবল কাঠামো পরিবর্তনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জনবল কাঠামো পরিবর্তন হলে টিসিবি'র অফিসসমূহ দেশব্যাপী সম্প্রসারিত হবে। ফলে টিসিবি'র ডিলারগণ স্বল্প দূরত্বে দ্রুত পণ্য গ্রহণ করতে পারবে। আরো অধিক সংখ্যক ভোক্তাসাধারণ টিসিবি'র কার্যক্রমের সুফল ভোগ করতে পারবে।

১৬.১৪ **ডিলার Database তৈরিঃ** বিদ্যমান ডিলারদের Database প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে করে যে কোন সময় অতি দ্রুত ডিলারগণের তথ্য জানা সম্ভব হচ্ছে। ফলে কাজের গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৬.১৫. **পণ্য বরাদ্দ প্রক্রিয়া সহজিকরণঃ** ডিলারদের নিকট পণ্য বরাদ্দ প্রক্রিয়া সহজিকরণে মোবাইল অ্যাপস্ তৈরি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে ডিলারগণ ঘরে বসেই পণ্য বরাদ্দের টাকা অনলাইনে জমা দিতে পারবেন। এতে ডিলারদের টাকা জমা প্রদান আরো সহজতর হবে। ফলে ভোক্তা সাধারণের নিকট অতি দ্রুত পণ্য সামগ্রী পৌঁছে দিতে পারবে।

১৬.১৬. **মজুদ ও বিক্রয় ব্যবস্থাপনাঃ** টিসিবি'র পণ্য ক্রয়, বিক্রয় ও প্রশাসনিক কার্যক্রম ডিজিটালাইজড করার অংশ হিসেবে টিসিবি'র সমন্বিত মজুদ ও বিক্রয় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এতে করে অতি দ্রুত সময়ে পণ্য মজুদ ও বিক্রয়ের হিসাব জানা সম্ভব হচ্ছে। ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দৈনিক, মাসিক ও বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে।

১৬.১৭. **বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপনঃ** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কে লালন করতে এবং তাঁর সম্পর্কে সকলকে অবহিত করতে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। মাননীয় সিনিয়র সচিব মহোদয় বঙ্গবন্ধু কর্ণার উদ্বোধন করেন।

১৬.১৮ **কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নঃ** টিসিবি এ কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরের বিভিন্ন বিষয়ে ১২টি প্রশিক্ষণ ও ৪টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে কাজের গতিও বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৬.১৯. **ডিলার সংখ্যা বৃদ্ধিঃ** প্রান্তিক পর্যায়ে টিসিবি'র সেবা পৌছাতে ডিলার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৭,৩৩৩ (সাত হাজার তিনশত তেত্রিশ) জন ডিলার নিয়োগের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ে টিসিবি'র সুবিধা পৌছানো নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া, আরো ডিলার নিয়োগ দেয়ার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১৭। **পরিচালনা পর্ষদ (২০২২-২০২৩)**

চেয়ারম্যান
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ হাসান জাহাঙ্গীর, পিএসসি
ও সভাপতি, টিসিবি পরিচালনা পর্ষদ

জনাব মোঃ আবদুছ সামাদ আল আজাদ, যুগ্মসচিব (এফটিএ-১, অধিশাখা)
বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও পরিচালক, টিসিবি পরিচালনা পর্ষদ।

জনাব খায়রুল আনাম, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) (যুগ্মসচিব), টিসিবি
ও সদস্য, টিসিবি পরিচালনা পর্ষদ।

জনাব মোহাম্মদ দাউদুল ইসলাম, যুগ্মসচিব (আইআইটি-১ অধিশাখা)
বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও সদস্য, টিসিবি পরিচালনা পর্ষদ।

জনাব এস এম শাহীন পারভেজ, পরিচালক (বাণিজ্যিক, সিএমএস এন্ড এস এন্ড ডি)
(যুগ্মসচিব) টিসিবি ও সদস্য, টিসিবি পরিচালনা পর্ষদ।

১৭.১. **অতিরিক্ত পরিচালকবৃন্দঃ**

জনাব মো. মনজুর আলম প্রধান
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন), টিসিবি
(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম-সচিব)
খন্দকার নূরুল হক
অতিরিক্ত পরিচালক (বাণিজ্যিক)
(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপ-সচিব)
কাজী গোলাম তৌসিফ
অতিরিক্ত পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)
(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপ-সচিব)

জনাব মো. গোলাম খোরশেদ
অতিরিক্ত পরিচালক (সিএমএস ও এসএন্ডডি)
(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপ-সচিব)

জনাব মো. আবুল হাসনাত চৌধুরী
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)

১৮। **বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় মার্চ'২০২২ হতে প্রতিমাসে ০১ (এক) কোটি নিম্নআয়ের উপকারভোগী পরিবারের নিকট টিসিবি ভর্তুকি মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী (চিনি, মশুর ডাল, ভোজ্য তেল, পেঁয়াজ, পবিত্র রমজানে ছোলা ও খজুর) বিক্রয় করে আসছে। এছাড়া, জুলাই'২০২৩ মাস হতে এই কার্যক্রমের সাথে টিসিবি'র ০১(এক) কোটি ফ্যামিলি কার্ডধারীদের নিকট খাদ্য অধিদপ্তরের ওএমএসের চালও বিক্রয় করা হচ্ছে। সরকারের এই কার্যক্রমের ফলে বাজারে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ/ স্থিতিশীল রাখার পাশাপাশি ১ কোটি পরিবারের আনুমানিক ০৫ কোটি নিম্ন আয়ের জনগণ সরাসরি উপকৃত হচ্ছে এবং কার্যক্রমের সাথে জড়িত ডিলার, পরিবহন ঠিকাদার, লেবার/শ্রমিক ঠিকাদার, সিএন্ডএফ এজেন্ট, পিএলআই এজেন্ট আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।

১৯। **সামাজিক সুরক্ষার প্রসারঃ** প্রতি পরিবারে ০৫ (পাঁচ) জন সদস্য ধরে প্রায় ০৫ (পাঁচ) কোটি জনগণ প্রতি মাসে ভর্তুকি মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারছে। এতে ০৫ (পাঁচ) কোটি পরিবার সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে রয়েছে। টিসিবি'র এই কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত ডিলার, পরিবহন ঠিকাদার, লেবার/শ্রমিক ঠিকাদার, সিএন্ডএফ এজেন্ট, পিএলআই এজেন্ট ইত্যাদি শ্রেণী/পেশার প্রায় ৮,৫০০ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

২০। **ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশঃ** টিসিবি'র ০১(এক) কোটি উপকারভোগীদের নিকট স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড প্রদানের লক্ষ্যে Infrastructure Investment Facilitation Company (IIFC) **এবং TCB** এর মধ্যে গত ১১-

০৭-২০২৩খ্রি. চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অক্টোবর'২০২৩ মাসের মধ্যে স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ উদ্বোধন করার সম্ভাবনা রয়েছে। "অনলাইনে টিসিবি'র ডিলার নিয়োগের আবেদন" সফটওয়্যারের পাইলটিং কার্যক্রম (প্রথম পর্যায়) সম্পন্ন হয়েছে।

২১। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম:

(ক) খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে টিসিবি বর্তমানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আপৎকালীন মজুদ বজায় রাখছে।

(খ) টিসিবি'র নিজস্ব গুদামের মজুদ সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গুদাম নির্মাণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সরকারি অর্থায়নে ২৮ (আটাশ) কোটি টাকা (প্রায়) ব্যয়ে গুদাম নির্মাণ প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে টিসিবি'র মজুদ সক্ষমতা ১০,০০০ মে.টন (প্রায়) বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে টিসিবি'র গুদামসমূহের মোট ধারণ ক্ষমতা (নিজস্ব ও ভাড়াকৃত) ৫২,০০০ মে.টন(প্রায়)।

(গ) খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের মাধ্যমে ক্ষুধা এবং দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে সাশ্রয়ী মূল্যে কতিপয় ভোগ্যপণ্য জনসাধারণের মাঝে বছরব্যাপী বিক্রয় ও বিতরণ করে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে।

২২। রূপকল্প ২০৪১ এর আলোকে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অর্জিত উল্লেখযোগ্য সাফল্যঃ

(ক) প্রকল্পের নামঃ "টিসিবি'র আপদকালীন মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয় এর জন্য গুদাম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প।

(খ) প্রকল্পের মেয়াদকালঃ ৩০ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত।

(গ) প্রকল্পের ৩টি প্যাকেজ চট্টগ্রাম, সিলেট (মৌলভীবাজার) এবং রংপুর।

বর্ণিত শীর্ষক প্রকল্পের চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর ০৩টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীনে মোট ০৬টি গুদাম নির্মাণের কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। অক্টোবর, ২০২৩ খ্রি. সময়ের মধ্যে ০৬টি গুদামের সফট ওপেনিং সম্পন্ন হবে। এর মাধ্যমে টিসিবি'র মজুদ সক্ষমতা ১০,০০০ মে.টন (প্রায়) বৃদ্ধি পাবে। পেঁয়াজসহ পচনশীল কৃষিজাত পণ্যদ্রব্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে ১০,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আধুনিক হিমাগার নির্মানের লক্ষ্যে DPP প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে।

২৩। **টিসিবি'র অনুমোদিত জনবল অবকাঠামো-২৭৫**

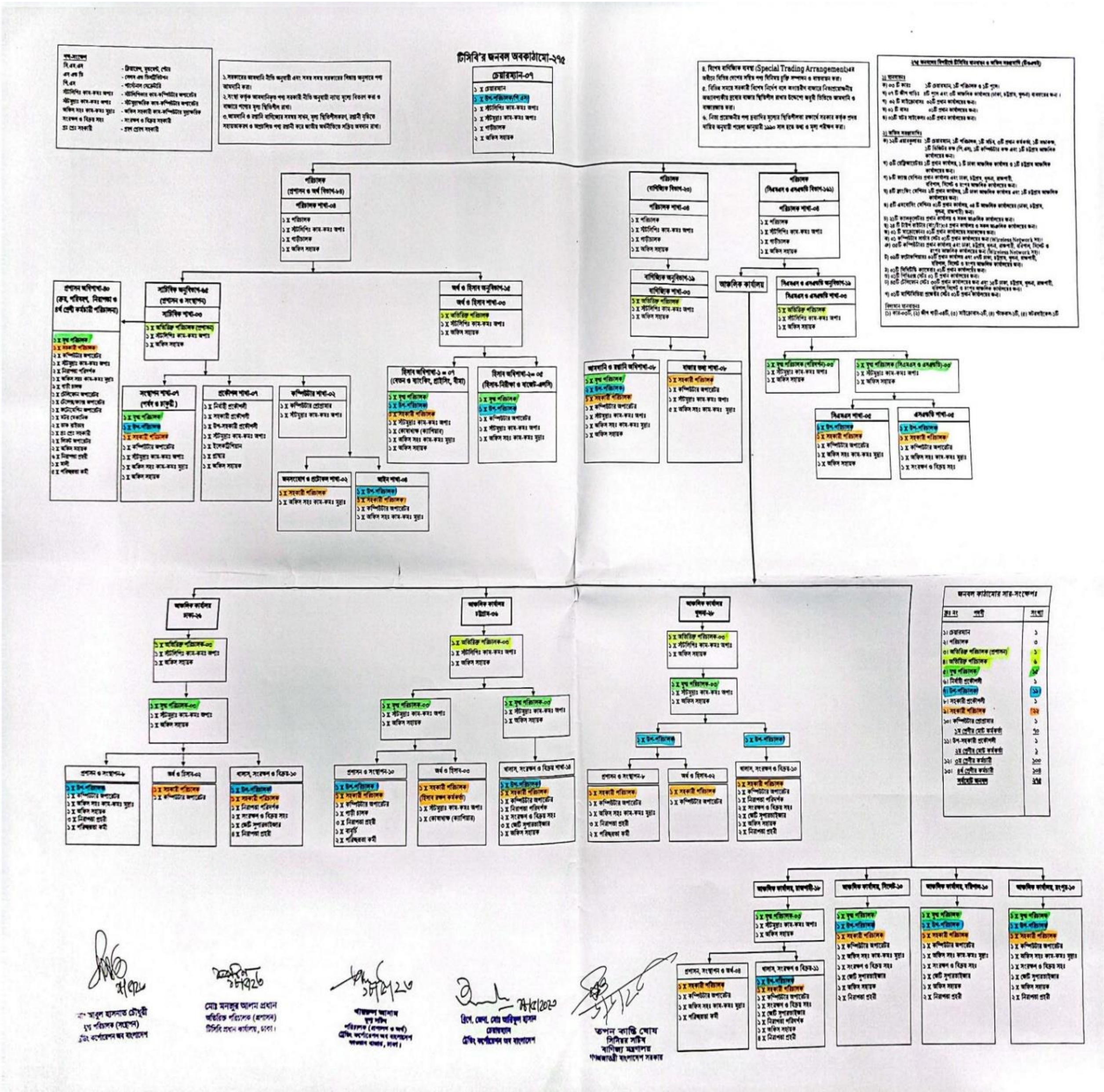

২৪। **বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি (৩০ জুন'২০২৩):**

ক্রমিক নং	আদালতের নাম	মামলার সংখ্যা			২০১৮-২০১৯ বছরে নিষ্পত্তি	অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা	মন্তব্য
		পূর্বের জের ২০২১-২২	নতুন দায়েরকৃত মামলা ২০২২-২০২৩	মোট			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১।	মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট (আপীল বিভাগ)	২	-	২	-	২	
০২।	মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট (হাইকোর্ট বিভাগ)	৩২	১৯	৫১	-	৫১	
০৩।	বিজ্ঞ জেলা জজ ঢাকা/চট্রগ্রাম/খুলানা	৩২	-	৩২	৪	২৮	
০৪।	আরবিট্রেশন প্রসিডিংস	৪	-	৪	৩	৭	
		৭০	-	৭০		৮৮	

প্রকৌশল বিভাগ

২৫। **প্রকৌশল শাখাঃ**

২৫.১ **টিসিবির স্থাবর সম্পত্তির ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের হিসাব বিবরণীঃ**

ক্র:নং	স্থাবর সম্পদের নাম/জমির অবস্থান	জমির পরিমাণ	জমি ক্রয়ের তারিখ	জমির ক্রয় মূল্য (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
০১	টিসিবি প্রধান কার্যালয় ভবন, ১ নং কাওরান বাজার, ঢাকা।	১.৮৫ বিঘা	২০-০১-১৯৭৭	২৭১.০০	মূল দলিল প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসন শাখায় রক্ষিত আছে।
০২	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, বন্দরটিলা, সিইপিজেড, চট্রগ্রাম।	২৫.৬২ বিঘা	০৫-১০-১৯৮৭	৬৯৪.০০	-ঐ-
০৩	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, ২১-২২ কেডিএ বা/এ, খুলনা।	১.০৩ বিঘা	২৬-০৬-১৯৮০	৬০.০০	মূল দলিল টিসিবি'র খুলনা অফিসে রক্ষিত আছে।
০৪	টিসিবি ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়, ৫/এ বঙ্গাবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা।	০.১৯ বিঘা	১৪-১২-১৯৮৩	১৭৬.০০	মূল দলিল প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসন শাখায় রক্ষিত আছে।
০৫	৩৪৪/সি, তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা।	১.০০ বিঘা	২৭-০৬-১৯৮৪	১২০.০০	-ঐ-
০৬	২৩০, তেজগাঁও গুদাম, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।	৩.০০ বিঘা	০১-০৩-১৯৮০	১০৬.০০	-ঐ-
০৭	নিউদাপা গুদাম, ইদ্রাকপুর ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।	১.৮৫ বিঘা	১৭-০১-১৯৮৪	১৬০.০০	-ঐ-
০৮	উত্তরা হাউজিং কমপ্লেক্স, প্লট নং-৮, রোড নং-৮, সেক্টর-৮, উত্তরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা।	৮.১৮ বিঘা	০৭-০৩-১৯৮৩	২০৫.০০	-ঐ-
০৯	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর।	২.৮২ বিঘা	৩০-০৪-২০১৩	২৬৫.২১	-ঐ-

১০	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, শেরপুর, মৌলভীবাজার।	৪.৫৫ বিঘা	১৪-০৮-২০১৪	৩৭.৩২	-ঐ-
	মোট জমির পরিমাণ ও টাকাঃ	৫০.১২ বিঘা		২০৯৪.৫৩	

২৫.২ **টিসিবির ভবন সমূহের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ভাড়া আদায়ের বিবরণীঃ**

০১	টিসিবি প্রধান কার্যালয়, ১৫ তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা।	ভবনের নিচ তলা হতে ১৫ম তলা পর্যন্ত বিভিন্ন ফ্লোরে ৩০টি ভাড়াটে প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। ৩টি ফ্লোরে টিসিবি'র নিজস্ব অফিস, হলরুম ও অডিটরিয়াম রয়েছে।	ভাড়া আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
০২	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, ৪ তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন, বন্দরটিলা, চট্রগ্রাম।	ভবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলার আংশিক ২টি ভাড়াটে প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া দেয়া। ৪র্থ তলায় টিসিবি'র নিজস্ব অফিস রয়েছে।	ভাড়া আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
০৩	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, ২ তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন ২১-২২ কেডিএ বা/এ, খুলনা।	ভবনের নিচ তলা ও দ্বিতীয় তলায় আংশিক ৬টি ভাড়াটে প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া দেয়া। ২য় তলায় টিসিবি'র নিজস্ব অফিস রয়েছে।	ভাড়া আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
০৪	টিসিবি ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়, ৪ তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন, ৫/এ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা।	ভবনের নিচ তলা ০১টি প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া দেয়া এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তলা খালি রয়েছে।	নিচতলার ভাড়াটে প্রতিষ্ঠানের সাথে মামলা থাকায় প্রতিষ্ঠানটি ভাড়া প্রদানে বিরত রয়েছে।

বাণিজ্যিক বিভাগ

২৬। **আমদানি শাখার কার্যক্রমঃ** মুক্ত বাজার অর্থনীতি চালুর প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক সংস্থা টিসিবি'র আমদানি কার্যক্রম হ্রাস পেয়েছে। তবে দেশের প্রয়োজনে বিশেষ করে আপদকালীন সময়ে টিসিবি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আমদানির কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে। অতীতে কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সামগ্রী ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানির মাধ্যমে সংস্থাটি শুধু বাজার মূল্যই নিয়ন্ত্রণ করেনি বরং প্রয়োজনের সময় অত্যাবশ্যকীয় পণ্য/জিনিসপত্র ন্যায্য মূল্যে সরবরাহের মাধ্যমে ক্রেতাসাধারণের দুর্দশা লাঘব এবং ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার কাঁচামালের চাহিদা পূরণ করেছে। বর্তমানে ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে টিসিবি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী সীমিত পরিমাণে আমদানি করছে। আমদানি কার্যক্রমে টিসিবি পিপিএ/পিপিআর এর বিধানাবলী অনুসরণ করে থাকে। সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যাস্ত ক্ষমতাবলে এবং প্রয়োজনবোধে ক্ষেত্র বিশেষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে টিসিবি'র আমদানি সংক্রান্ত সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে। দীর্ঘ দিন যাবত টিসিবি একটি আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করছে। ব্যবসা বাণিজ্য বিশ্বায়নের নতুন পটভূমিতে বাংলাদেশ সরকার মুক্ত বাজার অর্থনীতি প্রবর্তন করেছে। সে অনুযায়ী আমদানি নীতি প্রণীত হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে টিসিবি'র কর্মপরিধি ব্যাপকভাবে সংকুচিত হয়েছে। ১৯৯৫ সাল হতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর সরকার কর্তৃক উদার বাণিজ্য নীতি চালুর প্রেক্ষিতে টিসিবি'র বাণিজ্যিক কার্যক্রম হ্রাস পেতে শুরু করে। তবে ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে টিসিবি প্রয়োজনীয় আমদানি কার্যক্রম চালু রেখেছে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সংস্থার আমদানি কার্যক্রম হ্রাস পেলেও দেশের কোন অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ঘাটতি পরিলক্ষিত হলেই টিসিবি সরকারি নির্দেশে জরুরি আমদানির মাধ্যমে বাজারে তার পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করে বাজার মূল্য স্বাভাবিক পর্যায়ে নামিয়ে আনতে প্রভাবক (catalyst) হিসাবে কাজ করে এবং জনগণের দুর্দশা লাঘবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। সরকারের বেসরকারীকরণ নীতি এবং বাজার অর্থনীতি প্রবর্তনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে দেশব্যাপী গড়ে তোলা নেট ওয়ার্কের মাধ্যমে সমভাবে বিতরণ নিশ্চিতপূর্বক বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে টিসিবি'র কতিপয় পণ্য যেমন লবণ, চিনি, আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ, গর্জন কাঠ, কীটনাশক ঔষধ প্রভৃতি আমদানি কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল।

২৬.২. **বিগত ৫(পাঁচ) বছরে টিসিবি'র আমদানির বিবরণঃ**

ক্র.নং	অর্থ বছর	পণ্যের নাম	উৎস	পরিমান (মে. টন)
১.	২০১৮-২০১৯	চিনি	স্থানীয়	২,৫০০.০০০
		সয়াবিন তেল		২,০০০.০০০
		খেজুর		১০০.০০০
		মশুর ডাল		১,৫৩৭.০০০
		ছোলা	আর্ন্তজাতিক	১,৪৪৯.০০০
				৭,৫৮৬.০০০
২.	২০১৯-২০২০	চিনি	স্থানীয়	২৯,৯৯৯.১৫০
		সয়াবিন তেল		৪৪,৯৪০.১৯৫
		মশুর ডাল		৬,২৪৯.৭১৫
		খেজুর		৪৯৯.৯৫৭
		ছোলা		৫১১০.১১৭
		পেঁয়াজ		১৯,৬৬৬.৮৯৮
		ছোল	আন্তর্জাতিক	২৩৮০.০০০
		পেঁয়াজ		২৭৪৭.৯২৯
			মোট=	৮৪,৫৯৩.৯৬১
৩.	২০২০-২০২১	চিনি	স্থানীয়	৩০,৫০০.০০০
		সয়াবিন তেল		৪২,৪০০.০০০
		মসুর ডাল	আর্ন্তজাতিক	২২,০০০.০০০
		ছোলা		৮,০০০.০০০
		খেজুর	স্থানীয়	৫০০.০০০
		পেয়াজ	স্থানীয়/ আর্ন্তজাতিক	৬৬,০০০.০০০
		আলু	স্থানীয়	২১৫.২৭০
			মোট	৪৪৪,১১৫.২৭০
৪.	২০২১-২০২২	চিনি	স্থানীয়	৪৮,৯৯৩.৮১৭
		সয়াবিন তেল		৫৫,৩৮৭.৮৯৩
		মসুর ডাল		৬৮,১৭৭.৪৮৯
		ছোলা	স্থানীয়/ আর্ন্তজাতিক	২০,৩০২.৭৪৫
		খেজুর	স্থানীয়	৭৭৯.০৫০
		পেয়াজ	আর্ন্তজাতিক	১৮,০৬১.৫৩৯
			মোট=	২,১১,৭০২.৫৩৩
৫.	২০২২-২০২৩	চিনি	স্থানীয়	৭৭,৭৭৭.৫৮১
		ভোজ্য তেল	স্থানীয়	১,৬৩,৭৮১,৪৬৬
		মসুর ডাল	স্থানীয়/আন্তর্জাতিক	১,৯৪,১৫৫.৮৫৪
		ছোলা	স্থানীয়/আন্তর্জাতিক	৯,৭৮৯.৭৫৪
		খেজুর	স্থানীয়	৭২২.৩০৫
		পেঁয়াজ	আন্তর্জাতিক	৯,৪৬২.৪৪৬
				৪,৫৫,৬৮৯.৪০৬

২৭। **রপ্তানি কার্যক্রমঃ**

১৯৭৩-৯২ সময়ে টিসিবি বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানি বাণিজ্যের দ্রুত প্রসারকল্পে বহুজাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংগে বেশ কিছু এসটিএ/সিটিএ স্বাক্ষর করে এবং এ প্রক্রিয়ার অধীন রপ্তানির বিপরীতে কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আমদানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করতে সক্ষম হয়। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ থেকে তৈরী পোষাক রপ্তানির ক্ষেত্রে টিসিবি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে।

বর্তমানে তৈরী পোষাক দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্যে পরিণত হয়েছে। টিসিবি'র নিজস্ব কোন রপ্তানিযোগ্য পণ্য না থাকায় পর্যায়ক্রমে সংস্থার রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। তবুও নানা প্রতিবন্ধকতা সত্বেও সংস্থার রপ্তানির উদ্যোগ অব্যাহত আছে।

২৭.১ টিসিবি'র রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনাঃ

(ক) বাংলাদেশে তৈরী জিনিসপত্র ও উৎপাদিত পণ্যের নতুন নতুন বাজার খুঁজে বের করা ও অপ্রচলিত পণ্যের জন্য বাজার অনুসন্ধান;

(খ) প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শনের মাধ্যমে সঠিক গুণগতমান সম্পন্ন পণ্যের রপ্তানি নিশ্চিত করা;

(গ) নির্ধারিত জাহাজীকরণ সময়সূচী অনুযায়ী পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা।

২৮। বাজার দর অনুসন্ধান ও গবেষণা সেলঃ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাজার তথ্য অধিদপ্তর [Directorate General of Prices and Market Intelligence (DGPMI)] বিলুপ্ত করে উক্ত অধিদপ্তরের মূল্য ও বাজার তথ্য সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৫(১৫)/৮৯-প্রঃ ৩/৪৪৮ তারিখ ২৪-১২-৮৯ ইং মোতাবেক ১ জানুয়ারি ১৯৯০ হতে টিসিবি'র উপর অর্পণ করা হয়। উক্ত নির্দেশের আলোকে টিসিবি তার দায়িত্ব পালন করে। ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের খুচরা মূল্য সংগ্রহ করে নির্ধারিত ছকে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয় এবং প্রতিদিন উক্ত প্রতিবেদন সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে মনিটরিং কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে টিসিবিতে 'বাজার তথ্য অনুসন্ধান ও গবেষণা সেল' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সেলের মাধ্যমে প্রতিদিন ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন বাজার পরিদর্শন, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য পরিস্থিতির উপর একটি মূল্যতালিকা প্রণয়ন করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার নিকট প্রেরণ করা হয়। টিসিবি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনকারী, আমদানিকারক ও ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিদের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে তথ্য সংগ্রহ পূর্বক নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদা, উৎপাদন, ঘাটতি, আন্তর্জাতিক মূল্য পরিস্থিতি আমদানির প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিকট করণীয় প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়।

প্রতিদিন ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন বাজার সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক কতিপয় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের স্থানীয় খুচরা ও পাইকারী বাজার সংগ্রহপূর্বক খুচরা বাজার দর টিসিবি'র ওয়েবসাইটের প্রকাশ করা হয় এবং নির্দেশনা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার নিকট খুচরা বাজার দর প্রেরণ করা হয়। এছাড়া, দৈনিক পাইকারী বাজার দর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। আন্তর্জাতিক বাজার দর বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ও বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহপূর্বক পর্যালোচনা করে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনে সরকারকে অবহিত করা হয়। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৩৩৭ দিন বাজার দর প্রকাশ করা হয়েছে।

২৮.১. ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)
সোমবার ৩০ জুন ২০২৩খ্রিঃ, ১২ আষাঢ় ১৪৩০ বাংলা, ০৭ জিলক্বদ ১৪৪৪ হিজরী।

তারিখ ৩০-০৬-২০২১

পণ্যের নাম	মাপের একক	অদ্যকার মূল্য (টাকায়)		১ সপ্তাহের পূর্বের মূল্য (টাকায়)		১ মাস পূর্বের মূল্য (টাকায়)		মাসিক মূল্যের	১ বছর পূর্বের মূল্য (টাকায়)		বাৎসরিক মূল্যের
		২৬-০৬-২০২৩		১৯-০৬-২০২৩		২৫-০৫-২০২৩		হ্রাস/ বৃদ্ধি (%)	২৬-০৬-২০২২		হ্রাস/ বৃদ্ধি (%)
চাল		সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	(+)/(-)	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	(+)/(-)
চাল সরু (নাজির/মিনিকেট)	প্রতি কেজি	৬০	৭৫	৬০	৭৫	৬০	৭৫	(+).০০	৬৪	৮০	(-)৬.২৫
চাল মাঝারী (পাইজাম/লতা)	প্রতি কেজি	৫০	৫৫	৫০	৫৫	৫০	৫৫	(+).০০	৫২	৬০	(-)৬.২৫
চাল(মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি)	প্রতি কেজি	৪৮	৫০	৪৮	৫০	৪৮	৫০	(+).০০	৪৮	৫৩	(-)২.৯৭
আটা/ময়দা											
আটা সাদা (খোলা)	প্রতি কেজি	৫২	৫৫	৫২	৫৫	৫৫	৫৮	(-)৫.৩১	৪২	৪৫	(+)২২.৯৯
আটা(প্যাকেট)	প্রতি কেজি	৬০	৬৫	৬০	৬৫	৬২	৬৫	(-)১.৫৭	৫০	৫৫	(+)১৯.০৫
ময়দা (খোলা)	প্রতি কেজি	৫৫	৬০	৫৫	৬০	৫৮	৬৫	(-)৬.৫০	৫৮	৬০	(-)২.৫৪
ময়দা (প্যাকেট)	প্রতি কেজি	৭০	৭৫	৭০	৭৫	৭২	৭৫	(-)১.০৬	৬৫	৭০	(+)৭.৪১
ভোজ্য তেল											
সয়াবিন তেল(লুজ)	প্রঃ লিটাঃ	১৬৭	১৭৫	১৬৭	১৭৫	১৭৫	১৮৫	(-)৫.০০	১৮০	১৮৮	(-)৭.০৭
সয়াবিন তেল(বোতল)	৫ লিটার	৮৬০	৮৯০	৮৮০	৯০০	৯৩০	৯৬০	(-)৭.৪১	৯৮৫	৯৯৫	(-)১১.৬২
সয়াবিন তেল(বোতল)	১ লিটার	১৮৫	১৯০	১৯০	১৯৫	১৯০	১৯৫	(-)২.৬০	১৯৫	২১০	(-)৭.৪১
পাম অয়েল (লুজ)	প্রঃলিটার	১২৫	১৩০	১২৫	১৩৫	১৩০	১৩৫	(-)৩.৭৭	১৫৮	১৬৫	(-)২১.০৫
পাম অয়েল (সুপার)	প্রঃলিটার	-	-	-	-	-	-	-	১৬৫	১৭০	(-)১০০.০০
ডাল											
মশুর ডাল(বড় দানা)	প্রতি কেজি	৯০	১০০	৯০	১০০	৯০	১০০	(+).০০	১০৫	১১০	(-)১১.৬৩
মশুর ডাল(মাঝারী দানা)	প্রতি কেজি	১১০	১১৫	১১০	১১৫	১১০	১১৫	(+).০০	১১৫	১২৫	(-)৬.২৫
মশুর ডাল(ছোট দানা)	প্রতি কেজি	১২৫	১৩৫	১২৫	১৩৫	১২৫	১৩৫	(+).০০	১৩০	১৩৫	(-)১.৮৯
মুগ ডাল(মানভেদে)	প্রতি কেজি	৯৫	১৩৫	৯৫	১৩৫	৯৫	১৩৫	(+).০০	১১০	১৩৫	(-)৬.১২
এ্যাংকর ডাল	প্রতি কেজি	৭০	৭৫	৭০	৭৫	৭০	৭৫	(+).০০	৬০	৭০	(+)১১.৫৪

ছোলা (মানভেদে)	প্রতি কেজি	৭৫	৮০	৭৫	৮০	৮০	৮৫	(-)৬.০৬	৭০	৭৫	(+)৬.৯০
আলু (মানভেদে)	প্রতি কেজি	৩৫	৪০	৩৫	৩৮	৪০	৪২	(-)৮.৫৪	২৮	৩০	(+)২৯.৩১
মসলা											
পিঁয়াজ (দেশী)	প্রতি কেজি	৬৫	৭০	৭০	৭৫	৭০	৭৫	(-)৬.৯০	৪৫	৫০	(+)৪২.১১
পিঁয়াজ(আমদানি)	প্রতি কেজি	৩৫	৪৫	৪০	৪৫	৭৫	৮০	(-)৪৮.৩৯	৫৫	৬০	(-)৩০.৪৩
রসূন (দেশী)	প্রতি কেজি	১২০	১৬০	১২০	১৪০	১৪০	১৬০	(-)৬.৬৭	৬০	৮০	(+)১০০.০০
রসূন(আমদানি)	প্রতি কেজি	১৪০	১৮০	১৪০	১৫০	১৪০	১৬০	(+)৬.৬৭	১১০	১৪০	(+)২৮.০০
শুকনা মরিচ (দেশী)	প্রতি কেজি	৪০০	৪২০	৪০০	৪২০	৪০০	৪৪০	(-)২.৩৮	২২০	৩০০	(+)৫৭.৬৯
শুকনা মরিচ (আমদানি)	প্রতি কেজি	৪২০	৪৫০	৪২০	৪৫০	৪২০	৪৬০	(-)১.১৪	৩২০	৩৬০	(+)২৭.০২
হলুদ (দেশী)	প্রতি কেজি	২৫০	৩০০	২২০	২৮০	২২০	২৮০	(+)১০.০০	২২০	২৫০	(+)১৭.০২
হলুদ (আমদানি)	প্রতি কেজি	২০০	২৩০	২০০	২৩০	২০০	২৩০	(+).০০	২২০	২৪০	(-)৬.৫২
আদা(দেশী)	প্রতি কেজি	৩৫০	৪০০	৩২০	৩৫০	৩২০	৩৪০	(+)১৩.৬৪	১২০	১৪০	(+)১৮৮.৪৬
আদা(আমদানি)	প্রতি কেজি	২৮০	৩৩০	২৮০	৩০০	২৫০	৪৫০	(-)১২.৮৬	৬০	১০০	(+)২৮১.২৫
জিরা	প্রতি কেজি	৯৫০	১,০০০	৮০০	৮৬০	৮০০	৮৬০	(+)১৭.৪৭	৩৮০	৪৫০	(+)১৩৪.৯৪
দারুচিনি	প্রতি কেজি	৪৬০	৫২০	৪৫০	৫০০	৪৫০	৫২০	(+)১.০৩	৪০০	১৬০	(+)১৩.৯৫
লবঙ্গ	প্রতি কেজি	১,৫০০	১,৬০০	১,৫০০	১,৬০০	১,৫০০	১,৬০০	(+).০০	১,০০০	১,২০০	(+)৪০.৯১
এলাচ(ছোট)	প্রতি কেজি	১,৬০০	২,৮০০	১,৬০০	২,৫০০	১,৮০০	২,৮০০	(-)৪.৩৫	১,৮০০	৩,০০০	(-)৮.৩৩
ধনে	প্রতি কেজি	২৫০	২৮০	২০০	২৪০	২০০	২৫০	(+)১৭.৭৮	১২০	১৫০	(+)৯৬.৩০
তেজপাতা	প্রতি কেজি	১২০	১৫০	১৩০	১৫০	১৫০	১৮০	(-)১৮.১৮	১৫০	২০০	(-)২২.৮৬
মাছ ও গোস্ত											
রুই	প্রতি কেজি	৩৫০	৪৫০	৩৫০	৪৫০	৩৫০	৪৫০	(+).০০	২৫০	৩৫০	(+)৩৩.৩৩
ইলিশ	প্রতি কেজি	৬০০	১,৩০০	৬০০	১,৩০০	৬০০	১,৩০০	(+).০০	৬০০	১,৪০০	(-)৫.০০
গরু	প্রতি কেজি	৭৫০	৭৮০	৭৮০	৮০০	৭৫০	৭৮০	(+).০০	৬৫০	৬৮০	(+)১৫.০৪
খাসী	প্রতি কেজি	১,০০০	১,১০০	১,০০০	১,১০০	১,০০০	১,১০০	(+).০০	৮৫০	৯৫০	(+)১৬.৬৭
মুরগী(ব্রয়লার)	প্রতি কেজি	১৬০	১৭০	১৮০	১৯০	১৯০	২১০	(-)১৭.৫০	১৩৫	১৫০	(+)১৫.৭৯
মুরগী(দেশী)	প্রতি কেজি	৬৫০	৭৫০	৬৫০	৭৫০	৬৫০	৭৫০	(+).০০	৫২০	৫৫০	(+)৩০.৮৪
গুড়াদুধ (প্যাকেটজাত											
ডানো	১ কেজি	৮০০	৮৪০	৮০০	৮৪০০	৮০০	৮৫০	(-).৬১	৭৩০	৭৬০	(+)১০.০৭
ডিপ্লোমা(নিউজিল্যান্ড)	১ কেজি	৮০০	৮৪০	৮০০	৮৪০	৮০০	৮৫০	(-).৬১	৭২০	৭৬০	(+)১০.৮১
ফ্রেশ	১ কেজি	৭৮০	৮৪০	৭৮০	৮৪০	৭৮০	৮৪০	(+).০০	৬০০	৭০০	(+)২৪.৬২
মার্কস	১ কেজি	৭৯০	৮৩০	৭৯০	৮৩০	৭৯০	৮৩০	(+).০০	৬৪০	৬৯০	(+)২১.৮০
বিবিধ											
চিনি	প্রতি কেজি	১৩০	১৪০	১২০	১৪০	১২০	১৪০	(+)৩.৮৫	৮০	৮৪	(+)৬৪.৬৩
খেজুর(সাধারণ মানের)	প্রতি কেজি	১৬০	৪৫০	১৬০	৪৫০	১৬০	৪৫০	(+).০০	১৫০	৪০০	(+)১০.৯১
লবণ(প্যাঃ) আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে)	প্রতি কেজি	৩৮	৪০	৩৮	৪০	৩৮	৪০	(+).০০	৩০	৩৬	(+)১৮.১৮
ডিম(ফার্ম)	প্রতি হালি	৪৫	৪৮	৪৫	৪৮	৪৭	৫০	(-)৪.১২	৪০	৪২	(+)১৩.৪১
লেখার কাগজ(সাদা)	প্রতি দিস্তা	৩০	৩৫	৩০	৩৫	৩০	৩৫	(+).০০	২০	২৫	(+)৪৪.৪৪
এমএস রড(৬০ গ্রেড)	প্রতি মেঃটন	৯৫,৫০০	১,০১,৫০০	৯৫,৫০০	১,০১,৫০০	৯৫,৫০০	১,০১,৫০০	(+).০০	৮৩,০০০	৮৯,২৫০	(+)১৪.৩৭
এম এস রড(৪০ গ্রেড)	প্রতি মেঃটন	৯০,০০০	৯৫,০০০	৯০,০০০	৯৫,০০০	৯০,০০০	৯৫,০০০	(+).০০	৭৯,৫০০	৮২,৫০০	(+)১৪.২০

* তারকা চিহ্নিতগুলো অতি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য।

যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার, শ্যাম বাজার, কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজমপুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা বাজার, মিরপুর-১ নং বাজার।

মন্তব্যঃ

(১) পামঅয়েল(লুজ), রশুন (দেশী), পিঁয়াজ (দেশী), আলু, দারুচিনি, হলুদ (দেশী/আমদানি), শুকনা মরিচ দেশি/আমদানি) আদা (দেশি/আমদানি)গুড়াদুধ, লবঙ্গ, চিনি এর মুল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

(২) সয়াবিন তেল(লুজ/১লিটার বোতল), পামঅয়েল (সুপার),আটা (প্যাকেট)ময়দা (খোলা)ছোলা, পেঁয়াজ(আমদানি)রশুন(আমদানি)ডিম, তেজপাতা, এলাচ, জিরা চাল(সরু,মাঝারি) এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে।

(৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে।

যে সকল পণ্যের মূল্য সম্প্রতি হ্রাস/বৃদ্ধি পেয়েছে।

পণ্যের নাম	মাপের একক	অদ্যকার মূল্য(টাকায়)		এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য		হ্রাস/বৃদ্ধি(%)	
সয়াবিন তেল (বোতল)	৫ লিটার	৮৬০	৮৯০	৮৮০	৯০০	(-)১.৬৯	২৪-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে।
সয়াবিন তেল (বোতল)	১ লিটার	১৮৫	১৯০	১৯০	১৯৫	(-)২.৬০	২৪-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে।
পাম অয়েল (লুজ)	প্রতি কেজি	১২৫	১৩০	১২৫	১৩৫	(-)১.৯২	২৫-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে।
আলু (মানভেদে)	প্রতি লিটার	৩৫	৪০	৩৫	৩৮	(+)২.৭৪	২৪-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
পিয়াজ (দেশী)	প্রতি লিটার	৬৫	৭০	৭০	৭৫	(-)৬.৯০	২৫-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে।
পিয়াজ (আমদানি)	প্রতি কেজি	৩৫	৪৫	৪০	৪৫	(-)৫.৮৮	২৬-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে।
রসুন (দেশী) নতুন/পুরাতন)	প্রতি কেজি	১২০	১৬০	১২০	১৪০	(+)৭.৬৯	২৪-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
রসুন (আমদানি)	প্রতি কেজি	১৪০	১৮০	১৪০	১৫০	(+)১০.৩৪	২৪-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
হলুদ (দেশী)	প্রতি কেজি	২৫০	৩০০	২২০	২৮০	(+)১০.০০	২৫-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
আদা (দেশী)	প্রতি কেজি	৩৫০	৪০০	৩২০	৩৫০	(+)১১.৯৪	২১-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
আদা (আমদানি)	প্রতি কেজি	২৮০	৩৩০	২৮০	৩০০	(+)৫.১৭	২৩-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
জিরা	প্রতি কেজি	৯৫০	১,০০০	৮০০	৮৬০	(+)১৭.৪৭	২৫-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
দারুচিনি	প্রতি কেজি	৪৬০	৫২০	৪৫০	৫০০	(+)৩.১৬	২৫-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
এলাচ (ছোট)	প্রতি কেজি	১,৬০০	২,৮০০	১,৬০০	২,৫০০	(+)৭.৩২	২৪-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
ধনে	প্রতি কেজি	২৫০	২৮০	২০০	২৪০	(+)২০.৪৫	২৪-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
তেজপাতা	প্রতি কেজি	১২০	১৫০	১৩০	১৫০	(-)৩.৫৭	২৫-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে।
মুরগী (ব্রয়লার)	প্রতি কেজি	১৬০	১৭০	১৮০	১৯০	(-)১০.৮১	২৫-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে।
চিনি	প্রতি কেজি	১৩০	১৪০	১২০	১৪০	(+)৩.৮৫	২৫-০৬-২০২৩ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

২৯. খালাস, পরিবহণ ও গুদামজাতকরণঃ

জাহাজ বা অন্যান্য মাধ্যমে আমদানিকৃত টিসিবি'র সকল পণ্য বন্দরে পৌঁছামাত্র তা খালাসের জন্য এ শাখার কাজ শুরু হয়। এ সকল কাজের মধ্যে রয়েছে বন্দর হতে পণ্যাদি খালাস করা, দেশের বিভিন্ন গন্তব্য স্থানে তা পরিবহণ, গুদামে সংরক্ষণ এবং নিয়ম অনুযায়ী সরবরাহ করা। অত্র শাখার কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে দক্ষতার সাথে সম্পাদনের জন্য পূর্ব হতেই জাহাজে আগত পণ্য খালাসের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। চট্টগ্রাম/মংলা বন্দরে জাহাজ হতে পণ্যাদি খালাস, পরিবহণ ও গুদামজাত করণের জন্য অত্র সংস্থাকে কতিপয় এজেন্ট/ ঠিকাদার নিয়োগ করতে হয়। যেমনঃ সিএন্ডএফ এজেন্ট, পিএলআই এজেন্ট/ বীমা সার্ভেয়ার, শিপিং এজেন্ট, পরিবহন ঠিকাদার (চট্টগ্রাম ব্যতিত সারা দেশব্যাপী) পরিবহণ ঠিকাদার (চট্টগ্রাম হতে সারা দেশব্যাপী) এবং আঞ্চলিক কার্যালয় ভিত্তিক হ্যান্ডলিং ও পরিবহণ ঠিকাদার।

২৯.১ বিক্রয় ও বিতরণঃ

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে টিসিবি'র বিভিন্ন আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ০১ কোটি উপকারভোগী পরিবারের নিকট মাসভিত্তিক মোট ৭১,৭৮৭.১০০ মেঃ টন চিনি, ১৮৮৯৬২.৮০৯ মেঃ টন মশুর ডাল, ১৮,৮৯,১১,৯২৯ লিটার ভোজ্য তেল ৫৭০.৮৫৫ মেঃ টন খেঁজুর, ৯,২৩০.৬৯৭ মেঃ টন ছোলা ও ৯৪২৬.১৯০ মে. টন পেঁয়াজ ডিলারদের মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করা হয়। টিসিবি'র ডিলার নিয়োগের আবেদন প্রাপ্তির পর আবেদনের তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে যাচাইয়ান্তে ডিলার নিয়োগ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে টিসিবিতে ডিলার সংখ্যা ৭,৩৩৩ জন। মজুদ সাপেক্ষ প্রত্যেক নিয়োজিত ডিলারদের অনুকূলে চিনি, মসুর ডাল, সয়াবিন তেল এবং পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে ছোলা ও খেজুর বরাদ্দ দেয়া হয়ে থাকে। এ ছাড়াও পবিত্র রমজান ও ঈদ-উল-আযহা ও দূর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ডিলারদেরকে বিশেষ বরাদ্দ দেয়া হয় এবং জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে সারাদেশে সাশ্রয়ী মূল্যে উল্লিখিত পণ্যাদি বিক্রয় করা হয়। উক্ত বরাদ্দকৃত পণ্যসমূহ ডিলারগণ সরকার নির্ধারিত ভোক্তা মূল্যে জনসাধারণের মাঝে বিক্রয় করে থাকেন।

২৯.২. **নিয়োগকৃত বিভিন্ন এজেন্ট/ ঠিকাদারের ধরণঃ**

(ক) সিএন্ড এফ এজেন্ট;
(খ) পিএলআই এজেন্ট/ বীমা সার্ভেয়ার;
(গ) শিপিং এজেন্ট;
(ঘ) পরিবহন ঠিকাদার (চট্টগ্রাম ব্যতিত সারা দেশব্যাপী);
(ঙ) পরিবহন ঠিকাদার (চট্টগ্রাম হতে সারা দেশব্যাপী); এবং
(চ) আঞ্চলিক কার্যালয় ভিত্তিক হ্যান্ডলিং ও পরিবহণ ঠিকাদার।

২৯.৩. **৩০ জুন'২০২৩ তারিখে গুদামে মজুদকৃত মালামালের বিবরণ (মেঃ টন):**

(ক)	চিনি	৫৭৫.০৮৯ মে. টন
(খ)	সয়াবিন তেল	১৭০৮৭৫৩ লিটার
(গ)	মসুর ডাল	১০,৩৯৯.০২৯ মে. টন
(ঘ)	ছোলা	১.২২১মে.টন
(ঙ)	পেয়াজ	-
(চ)	খেজুর	-

২৯.৪ **গুদাম ভাড়া সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ** টিসিবি'র নিজস্ব গুদামের আয়তন ৭৫,৪০০ বর্গফুট ও ধারণ ক্ষমতা ১৫,০৮০ মেঃটন এবং ভাড়াকৃত ভাড়াকৃত গুদামের আয়তন ৫১.০৯০ বর্গফুট, ধারণ ক্ষমতা ১০,২১৮ মেঃ টন সর্বমোট ধারণ ক্ষমতা ২৫,২৯৮ মেঃটন এবং ভাড়াকৃত গুদামের মাসিক ভাড়া ৩,৬৪,১৩৪.৫০ টাকা।

২৯.৫ **আঞ্চলিক কার্যালয় ও ক্যাম্প অফিসসমূহের বিবরণঃ**

	আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ
১.	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা
২.	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম
৩.	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনা।
৪.	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, মৌলভীবাজার (সিলেট)
৫.	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, বরিশাল
৬.	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর

৭.	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহী
৮.	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ
৯.	টিসিবি ক্যাম্প অফিস, মাদারিপুর
১০.	টিসিবি ক্যাম্প অফিস, কুমিল্লা
১১.	টিসিবি ক্যাম্প অফিস, বগুড়া
১২.	টিসিবি ক্যাম্প অফিস,ঝিনাইদহ

৩০। **অর্থ ও হিসাব বিভাগঃ** দেশের আমদানি ও রপ্তানি নীতির আলোকে সরকারি নির্দেশে টিসিবি আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। ১৯৭২-৭৩ইং সাল হতে ২০২২-২০২৩ সাল পর্যন্ত টিসিবি'র দীর্ঘ সময়ের অর্থনৈতিক প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, টিসিবি বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণে ক্রয় মূল্যের চেয়ে কমমূল্যে অর্থাৎ ভতুকি মূল্যে জনসাধারণের নিকট অত্যাবশ্যকীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয় করেছে। উক্ত সময়ের মধ্যে টিসিবি কর্পোরেট ট্যাক্স বাবদ প্রায় ১৯৯.৫৫ কোটি টাকা এবং লভ্যাংশ হিসেবে ১২.১৫ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে প্রদান করেছে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ ও সহনীয় পর্যায়ে রাখার স্বার্থে সরকার কর্তৃক ঘোষিত টিসিবিকে শক্তিশালীকরণ ও সহায়তা প্রদান কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জন্য ট্রেড গ্যাপ পূরণের লক্ষ্যে মোট ১,১৮১,৫৫,৫০,০০০/-(এক হাজার একশত একাশি কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মাত্র ভর্তুকি পাওয়া গিয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১০-১১ অর্থ বছর হতে ২০২২-২৩ অর্থ বছর পর্যন্ত সরকার কর্তৃক টিসিবিকে সর্বমোট ১,৭৫২,৮৪,৬৪,৭৫৩.৮৪ (এক হাজার সাতশত বায়ান্ত কোটি টাকা চুড়াশি লক্ষ চৌষট্টি হাজার সাতশত তিপ্পান্ন দশমিক আট চার) টাকা মাত্র ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে।

৩০.১ **ব্যালেন্স সীট (৩০ জুন,২০২৩)**

TRADING CORPORATION OF BANGLADESH (TCB)
TCB Bhaban, Kawran Bazar, Dhaka.
Balance Sheet
As on June 30 2023

PARTICULARS	30-06-2023	30-06-2022
EMPLOYMENT OF FINANCE		
Fixed Assets (at cost)	1,004,510,320	757,695,734
Less: Accumulated Depreciation	(514,619,370)	(491,511,063)
	489,890950	**266,184,671**
	0	**0**
Add: Capital Work in Progress	**489,890950**	**266,184,671**
B. Current Assets		
Loan and advances to employees	124,927	**244,217**
Temporary advance	950,604	409,959
Claims Receivable	30,600,181	30,600,181
Accounts Receivable	95,942,097	96,108,297
Stock in Trade	835,073,270	526,263,770
Deposits and Advances	83,442,022	729,850
Advance Income Tax	212,691,227	214,960,817
Advance Rent	2,016,854	4,384,854
Depreciation Fund	411,973,448	411,973,448
Loan Fund	195,917,621	186,302,996
Pension & Gratuity Fund	317,466,682	299,511,818
Employee Benevolent fund	25,653,099	23,780,669
Cash and Bank Balances	14,326,559,741	2,064,697,462
		3,859,968,338
	16,538,411,773	
C. Less:Current Liabilities		
Deposits and advances payable	521,496,880	344,652,951
Accounts Payable	967,553,554	233,586,624

Staff Provident Fund	1,704	1,704
L. T. R. with Bank	36,148,410,838	14,776,404,962
Net Current Assets (B-C)	**37,637,462,976**	**15,354,646,241**
	(21,099,051,203)	**(11,494,677,903)**
Net Assets (A+D)	**(20,609,160,253)**	**(11,228,493,231)**

SOURCE OF FINANCE

Capital and Reserves:

Authorized Capital	**10,00,00,00,000**	**1,00,00,00,000**
Capital Fund	50,000,000	50,000,000
Specific Reserve	275,573,467	275,573,467
Profit & Loss Account	154,904,981	154,904,981
Provision for Tax	(21,187,971,230)	(11,807,304,206)
	0	0
Total Equity	**(20,707,492,782)**	**(11,326,825,758)**
Accounts with Government	**98,332,527**	**98,332,527**
Total Capital Reservers	**(20,609,160,255)**	**(11,228,493,231)**

৩০.২ লাভ ক্ষতি হিসাব (৩০ জনু,২০২৩)

TRADING CORPORATION OF BANGLADESH (TCB)

TCB Bhaban, Kawran Bazaar ,Dhaka.

Trading, Profit and Loss Accounts
For the year ended 30th June, 2023

PARTICULARS	AMOUNT 2022-2023	AMOUNT 2021-2022
Turnover		
Sale of imported merchandise	**36,529,825,591**	**13,981,263,751**
Less: Cost of purchase goods	65,499,717,718	22,300,552,243
A. Gross Loss on import sales (Note-G)	**(28,969,892,127)**	**(8,319,288,492)**
B. Add. Profit on export	-	-
C. Gross Operational Profit (A+B)	(28,969,892,127)	(8,319,288,492)
D. Less Management Expenses		
Employee Cost	363,436,933	296,774,654
Administrative Expenses	140,338,583	179,120,512
Operational Expenses	252,858,576	276,615,755
	756,634,092	752,510,921
E. Net Operational Profit/Loss(C-D)	**(29,726,526,219)**	**(9,071,799,413)**
F. Add: Other income and gains	531,990,734	496,192,657
G. Loss before taxation (E+F)	**(29,194,535,485)**	**(8,575,606,756)**
H. Less: provision for Taxation	-	-
I. Loss after Taxation(G+H)	**(29,194,535,485)**	**(8,575,606,756)**
J. Add Subsidy	19,813,928,512	818,470,500
K. Balance brought forward from previous year	(11,807,304,206)	(3,233,385,113)
L. Adjustment of previous year Income Tax.	-	-
Total(K+L)	(8,006,624,306)	3,233,385,113
M. Adjustment of Income tax provided for previous year	-	-
	(8,006,564,255)	(3,233,385,113)
N. Adjustment for prior year A/C	(60,051)	1,687,663
O. Sub-Total	(8,006,564,255)	(3,231,697,450)

P. Total(I+O)	(21,187,971,230)	(11,807,304,206)
Q. Less: Contribution to National Exchequer	-	-
R. Total (P&Q)	(21,187,971,230)	(11,807,304,206)
S. Balance Carried Forward to Balance Sheet	(21,187,971,230)	(11,807,304,206)

৩০.৩ বিগত ৫(পাঁচ বছরের আর্থিক অবস্থাঃ

TRADUBG CORPORATION OF BANGLADESH
PRINCIPAL OFFICE
DHAKA
LAST FIVE YEARS FINANCIAL POSITIO

Figure in Lakh Taka

	Description	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
(a)	Sale of Import Merchandise	5183.17	56,260.96	73,305.97	139812.64	365298.25
(b)	Add. Export Commission	0	0	0	0	0
(c)	Income sales & Export Commission(a+b)	5183.17	56,260.96	73305.97	139812.64	365298.25
(d)	Cost of Goods Purchase	6366.12	77152.69	111348.41	-223005.52	654997.18
(e)	Gross Profit(c-d)	-1182.95	-20891.73	-38042.44	-83192.88	-289698.93
(f)	Management Expenses	2376.63	-2643.61	-4002.99	-7525.11	-7566.34
(g)	Operating Profit(e-f)	-3559.58	-23535.34	-42045.43	90717.99	-297265.27
(h)	Add. Other Income & Gain	3215.09	3488.07	3595.38	4961.93	5319.91
(I)	Pre-tax profit/loss (g+h)	-344.49	-20047.27	-38450.05	-45756.06	-291945.36
(j)	Less: Tax on profit	0	0	0	0	0
(k)	Profit after tax(i-j)	-344.49	-20047.27	-38450.05	-85756.06	291945.36
(L)	Subsidy from Government	1115.11	1445.76	8184.70		198139.28
(m)	Add./Less: Previous year profit / loss	15745.39	16516.54	2084.91	-32333.85	118073.04
(n)	Add./Less: Previous years adjustment	-0.54	.06	+16.40	16.87	-0.60
(o)	Profit after adjustment (k+l+m)	16516.55	-2084.91	-32333.86	-118073.04	211879.72
(p)	Less: Contribution to national exchequer	0	0	0	--0	0
(q)	Unadjusted profit / loss	16516.55	-2084.91	-32333.86	-118073.04	211879.72
	Conclusion :Total income (a+b+h)	8398.26	59749.03	76901.35	144774.57	370618.16
	Total Expenditure (d+f)	8742.75	79796.30	115351.40	230530.63	662563.52
	Profit/loss after taxation	-344.49	-20047.27	-38450.05	-85756.06	291945.36

৩০.৪ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) ১, কাওরান বাজার, ঢাকা।	২৯৩টি	১৬৩.৯৬	২২টি	১২টি	৪.৭৭	২৮৭টি	১৬৩.৭৭
	সর্বমোট	২৯৩টি	১৬৩.৯৬	২২টি	১২টি	৪.৭৭	২৮৭টি	১৬৩.৭৭